ইভা আছে তার বিড়ালের ভিতরেই

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

ভাষান্তর ঃ মুকুল নিয়োগী

হঠাৎই সে লক্ষ্য করলো, তার শরীর থেকে সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়েছে, দেহে টিউমার কিংবা ক্যানসার হলে যে রোগ-যন্ত্রণা অনুভূত হয়, সেই অনুভবে সে পৌঁছে গেল। সে এখনো বেশ মনে করতে পারে বয়ঃসন্ধিক্ষণে শরীরের সৌন্দর্যের জন্য সে কি ধরনের গুত্ব পেতো, কিন্তু হায় সে সকলই উধাও হয়ে গেছে, কে জানে কোথায়। তার পদত্যাগের ক্লান্তির সঙ্গে এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর ক্ষয়ের সঙ্গে সবই বিলীয়মান। এই দুঃসহ ভার বয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। মূল্যহীন ব্যক্তিত্বের গুণাবলিকে অন্যত্র নিক্ষেপ করতে হবে, হয়তো গৃহকোণের কোথাও কিংবা গৃহস্থালির বাইরে কোথাও, অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনো ভোজনালয়ের কোট-র‍্যাকের পেছনে পুরোনো অব্যবহার্য কোটের মতোই। সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে সে ক্লান্ত বোধ করছিল, মানুষের দৃষ্টির বন্ধনে বাঁধা থাকতে সে বিরক্ত বোধ করছিল। রাতের নির্ঘুম যন্ত্রণা যখন তার চোখে সূঁচ ফোঁটাতে শু করে, তখন সে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু না হয়ে একজন সাধারণ রমণী হয়ে বাঁচতে চায়। তার ঘরের চার দেয়ালের সব কিছুই তার কাছে বৈরী বলে মনে হয়। হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে সে অনুভব করে তার এই নিদ্রাহীনতা তার ত্বকের নিচে, মস্তিষ্কের ভেতরে জ্বরের মতো উর্ধগামী হয়ে চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মনে হয় তার শিরা-উপশিরাগুলি উষ্ণ কীট-পতঙ্গ হয়ে প্রত্যুষে জেগে উঠে তাদের পায়ের ওপরে ভর করে ত্বকের নিচে অভিযান চালিয়ে মৃত্তিকা-নির্মিত ফলের দিকে ছুটে যায়, যেখানে তার শারীরিক সৌন্দর্যের অবস্থান। বৃথাই সে ওই বীভৎস জীবগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করে। সে পারে না। সেগুলি তার দেহযন্ত্রেরই অঙ্গীভূত হয়ে আছে।

সেগুলি ওখানেই জীবিতভাবে অবস্থান করে, তার দৈহিক অস্তিত্বের অনেক আগে থেকেই যেন তারা আছে। ওগুলি তার পিতার হৃদয় থেকে তার কাছে এসেছে। যিনি তার নিরাশ একাকিত্ব অত্যন্ত বেদনায় লালন পালন করেছেন। অথবা সেগুলি তার ধমনীতে নিষিক্ত হয়েছে, তার মায়ের সঙ্গে তার জন্মবন্ধনের সূত্র ধরে পৃথিবীর আদি ও অনন্তকাল থেকে। নিঃসন্দেহে ওই কীটগুলি তার দেহের ভেতরে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জন্মগ্রহণ করেনি। সে জানতো ওগুলো এসেছিল পেছন থেকেই এবং যারাই তারপদবি ধারণ করবে, তাদের ওগুলোও ধারণ করতে হবে, তাদেরও একই রোগ ভোগ করতে হবে, যে দুর্জয় নিদ্রাহীনতা সে প্রাতঃকাল অবধি বয়ে নিয়ে চলে। এই কীটগুলিই তাঁর পূর্ববর্তী প্রজন্মের মুখের ওপরে বিপদের প্রতিচ্ছায়া ছকে দিয়েছিল। সে তাদের ওই প্রাচীন প্রতিকৃতির ভেতরে নিদাণ মানসিক যন্ত্রণা নির্বাপিত সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছে। সে এখনো তার বৃদ্ধা প্রপিতামহীর অশান্তিতে ছাওয়া মুখ নিয়ে এবং অবনত দেহ নিয়ে ওই কীটগুলির কাছে এক মিনিটের বিশ্রাম, এক সেকেন্ডের শান্তির জন্য প্রার্থনার কথা মনে করতে পারে। যারা তাঁর রক্তের ভেতরে প্রবেশ করে বিক্ষত সৌন্দর্যের শহিদ তৈরি করেছিল। না, ওই কীটগুলি তার নিজের নয়। ও গুলি বংশ পরম্পরায় প্রেরিত হয়ে তাদের ক্ষুদ্র বর্ণে, আরও দেহ এবং নিজেদের কুল-চিহ্ন বহন করে এক দুঃখজনক সত্ত্বার তালিকাভুক্তি হয়ে আছে। ওই জীবাণুগুলি একজন প্রথম মহিলার গর্ভে জন্ম নেয় যার একজন সুন্দরী কন্যা ছিল। কিন্তু ওই জীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরি ছিল। ওই কৃত্রিম সৌন্দর্যের প্রতিবহনকারীরও প্রতিহত করা উচিত ছিল। কোন মহিলার পক্ষেই তাদের জন্মদান করে নিজেদের প্রশংসা করা উচিত হয়নি। কারণ ওই কীটগুলিই তাদের প্রতিচ্ছায়া থেকে উৎপন্ন হয়ে রাত্রিকালে নিঃশব্দে, তাদের শ্রমসাধ্য বিরামহীন কাজ চালিয়ে গেছে যুগযুগ ধরে। এটা আর তখন সৌন্দর্য নয়, এটা একটা অসুস্থতা যাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, যাকে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে ছিন্ন করে ফেলা উচিত ছিল।

সে এখনো বেশ মনে করতে পারে সেই নিষ্কর্মার মতো বিছানায় অনন্তকাল যাপন। সেই রাত্রিগুলোকে একাকী কাটানো, কারণ দিনের বেলাতেই ওই জীবগুলো তঁাকে আবার আঘাত করতে শু করে। ওই রকমের সৌন্দর্যের কী অর্থ হয়? রাতের পর রাত হতাশায় মগ্ন হয়ে থাকার চেয়ে একজন সাধারণ মহিলা অথবা একজন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকাই ভালো ছিল। কিন্তু সেই অপ্রয়োজনীয় গুণগুলি তাকে ত্যাগ করে গেছে। দূরাগত সেই জীবাণুর সূত্র তার অনিবার্য মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছে। হয়তো বা ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়েও, তার চেকোশ্লোভাকিয়ান বান্ধবী যার একটি কুকুরের নামে নাম ছিল, তার মতো কুৎসতি হয়েও সে অন্য কোন খৃষ্টানের মতোই শান্তিতে ঘুমোতেও পারতো।

সে তার পূর্বপুষদের অভিশম্পাত দিল। তার এই নিদ্রাহীনতার জন্য তাদেরই দায়ি করলো। তারা সেই প্রকৃত এবং অনিবার্য সৌন্দর্যকেই যেন মায়েদের মৃত্যুর পরে মস্তিষ্ক থেকে নব কলেবরে গঠিত করে কন্যা-দেহের শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত করে দিয়েছে। এ যেন সেই একই মস্তিষ্কই ক্রমাগত সমস্ত নারীর ভেতরে প্রেরিত হয়ে আসছে, একই কান, একই নাক, অবিকল একই রকমের মুখ সেই একই বুদ্ধিমত্তা। অথচ এই বেদনাদায়ক সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার প্রতিকারের কোন পথ নেই। যে শাশ্বত রোগজীবাণু বংশপরম্পরায় বাহিত হয়ে আসছে, তা মস্তিষ্কের স্থানকে গ্রাস করে এক অদৃশ্য অস্তিত্বে, অনারোগ্য দুর্বলতায় জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে। সেটাকে আর সহ্য করা যায় না এবং তা তিক্ত ও বেদনাদায়ক ... যেন একটা টিউমার বা ক্যানসার।

এ সমস্ত ঘটনাগুলোই ঘটে তার জাগ্রত সত্ত্বায়। সে এখনো মনে করতে পারে ওগুলি তার সূক্ষ্ম বোধশক্তিতে গ্রহণ অযোগ্য ছিল। কে মনে করতে পারে সেই পদার্থগুলি যা দিয়ে এই আবেগপ্রবণ ঝিনির্মাণ হয়েছে, যেন এক রাসায়নিক গবেষণাগারে হতাশার রোগজীবাণুগুলির চাষ করা হয়েছে। সেই সব রাত্রিগুলিতে সে তার দীর্ঘ উজ্জ্বল এবং ভীত চোখ দুটি খুলে, ললাট পার্শ্বে যে অন্ধকারকে অনুভব করতো, তা যেন গলানো সিসা। তার চতুঃপার্শ্বে সবাই ঘুমন্ত এবং সে তার ওই

কুঠরিতে নিজের চোখে ঘুম আনবার জন্য শৈশবের স্মৃতিগুলিতে ফিরে যাবার চেষ্টা করতো।

কিন্তু সেই স্মৃতিচারণা সব সময়েই এক অজানা আতঙ্কের মধ্যে শেষ হয়ে যেতো। বাড়ির অন্ধকার কোণগুলিতে বিচরণ করবার পর সব সময়েই তার চিন্তাগুলি ভয়ের মুখোমুখি গিয়ে পৌঁছত। তারপরই শু হত যুদ্ধ। তিনটি স্থাবর শত্রুর বিদ্ধে সত্যিকারের যুদ্ধ। না, সে কখনোই তার মাথা থেকে ভয়গুলিকে তাড়িয়ে দিতে প ারতো না। তার কণ্ঠরোধ করে আছে, এমন অনুভূতির মধ্যে সে পৌঁছতো। এবং সেই প্রাচীন ইমারতের একটি কোণে সমস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী ঘুমে াতে হতো।

তার চিন্তাগুলো সব সময়েই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে বারান্দায় মাকড়সার ঝুলে ঢাকা প্রতিকৃতিগুলোকে ছুঁয়ে যায়। সেই বিরক্তিকর এবং ভীতিপ্রদ ধুলোগুলো যেগুলে া উপর থেকে ঝরে পড়ে, সেই তার পূর্বপুষদের অস্থিগুলো যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে অনিবার্যভাবে সে সেই 'বালক'টিকে মনে করতে পারলো। সে তাকে ওইখ ানে কল্পনা করতে পারলো। ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে উঠোনের ঘাসের নিচে। কমলালেবু গাছের পাশে, একমুঠো ভিজে মাটি তার মুখের ভেতরে। তার মনে হলো তাকে দেখা যাচ্ছে কাদার ভেতর থেকে নখ এবং দাঁত দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে ওপরে উঠবার চেষ্টা করছে, তার পিঠের দিকে একটা শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে, উঠোনের দিকে উঠে আসবার চেষ্টা করছে ওই স প্রবেশ পথ দিয়ে, যেখানে তারা তাকে শামুকগুলোর সঙ্গে একই জায়গায় সহাবস্থানে রেখেছিল। শীতক ালে তার ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ সে শুনতে পেতো, তখন সে কর্দমাক্ত এবং বৃষ্টি-সিক্ত ঠিক এইভাবেই সে তাকে কল্পনা করেছিল। ঠিক পাঁচ বছর আগে তারা যেভাবে তাকে ওই জলপূর্ণ গর্তে ফেলে রেখে গিয়েছিল। সে তার দেহটিকে পচা-গলা অবস্থায় একবারও ভাবতে পারেনি। বিপরীতপক্ষে, তার মনে হয়েছিল সেই সম্ভবত একজন সুপুষ যে ওই জলের ভেতর থেকে উদ্ধারের কোন আশা না থাকলেও জল যাত্রা করে চলেছে। অথবা সে তাকে জীবন্ত অবস্থায় নির্জনে একাকী থ াকবার জন্য ভীত অবস্থায় দেখেছিল কারণ মলিন ক্লেদযুক্ত এক গর্তে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। বাড়ির এতো কাছে কমলালেবু গাছের নিচে তাকে ফেলে রাখা মোটেই তার পছন্দ ছিল না। সে ভয় পাচ্ছিল। সে জানতো রাত্রে যখন নিদ্রাহীনতা তাকে আক্রমণ করবে, ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। প্রশস্ত বারান্দা দিয়ে সে হেঁটে ফিরে এসে তার সঙ্গে থাকবার প্রস্তাব দেবে, ওইসব কীটগুলির বিদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তাকে সমর্থনের আহ্বান জানাবে, কারণ ওরাই তার ভেতরকার সসঙ্কোচ ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করেছে। সে এসে তাকে তার পাশে ঘুমোবার জন্য অনুরোধ করবে। যেমন করতো সে তার জীবিতকালে। মৃত্যুর দেয়াল পেরিয়ে যাবার পর, ত ারই পাশে তার অবস্থানে সে ভীত হয়ে উঠলো। 'বালক'টি যে হাত দুটো সদা সর্বদা উষ্ণ রাখবার জন্য আবৃত রাখতো, সেগুলি হারিয়ে যাবার জন্য সে ভীত হয়ে উঠলো। তার ইচ্ছে হলো ভীতির কর্দমতাকে সিমেন্টের মতো মজবুত করে তুলুক। তার ইচ্ছে হলো, ওকে তারা অনেক দূরে নিয়ে যাক, যাতে রাত্রিবেলা তাকে অ ার মনে করতে না হয়। কিন্তু তবুও ওকে তারা সেখানেই ফেলে রেখে গেল যেখানে সে অচঞ্চল, বিধবস্ত, কেঁচোর মাটির সঙ্গে নিজের রক্ত পানে মগ্ন, এবং সে যে তার ছায়া থেকে আবার ফিরে আসবে এই দৃশ্য দেখতে সে নারাজ। কারণ অনিবার্যভাবেই সে ঘুম থেকে জেগে উঠলেই ওই 'বালক'টি কথা চিন্তা করে যে তার ওই একটুকরো গহ্বর থেকে অবাস্তব মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সাহায্য চাইবে।

কিন্তু সে তার পার্থিব নতুন জীবন নীরব অবয়বহীন ও শান্ত, সে জানতো তার নির্দিষ্ট পৃথিবীর বাইরে সব কিছুই পুরোনো ছন্দ অনুসরণ করেই চলছে, তার ঘর ভে ারের অন্ধকারে ডুবে থাকবে এবং তার সমস্ত জিনিস, তার আসবাবপত্র, তার প্রিয় তেরোটি বই ঠিক জায়গাতেই পড়ে থাকবে। এবং তার দখল না করা বিছানা থেকে, যে দেহ সৌরভ একজন নারীকে সম্পূর্ণ নারী করে তোলে, তা ক্রমশ বিলীয়মান হতে চলেছে। কিন্তু 'তা' কি করে ঘটে! কেমন করে সে এমন হলো একজন সুন্দরী রমণী হবার পর, তার রক্ত জীবাণু পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো, সমস্ত রাত্রি জুড়ে এক ভীতি, প্রচন্ড এবং বিকট নিশাস্বপ্ন এক অন্য জগতে নিয়ে যায় যেখানে দৈর্ঘপ্রস্থ সব বিলুপ্ত হয়ে যায়? সেসব মনে করতেপারে। সেই রাত্রি, তার প্রকোষ্ঠের সেই রাত্রি স্বাভাবিক শৈত্যের চেয়েও শীতল ছিল এবং সে একাই তার নিদ্র াহীনতায় আক্রান্ত হয়ে ছিল। নৈঃশব্দ্য কেউ ভঙ্গ করেনি, এবং বাগান থেকে যে ঘ্রাণ ভেসে আসছিল, যেন তার দেহের শিরা উপশিরার রক্তে এক জাহাজ জীবাণু বাহিত হয়ে চলছিল। তখন তার ইচ্ছে হচ্ছিল রাস্তা দিয়ে কেউ যেন হেঁটে চলুক, কেউ চিৎকার করে সেই অবাঞ্ছিত আবহাওয়াকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিক। প্রকৃতির ভেতরে কিছু প্রবহমানতা আসুক। পৃথিবীর সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে আর একবার ঘুক। কিন্তু না, কিছুই হয়নি। কানের নিচে বালিশ চেপে ধরে যে জড়বুদ্ধি স ম্পন্ন মানুষগুলো ঘুমোচ্ছিল, তাদেরও জেগে উঠবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে নিজেও গতিহীন হয়ে পড়ে ছিল। দেয়ালগুলো থেকে উগ্র রঙের গন্ধ ভেসে অ াসছিল। যে গন্ধ নাক দিয়ে অনুভব করা যায় না, পাকস্থলী দিয়ে অনুভব করতে হয়। এবং টেবিলের ওপরে রাখা ঘড়িটা তার যান্ত্রিক সত্ত্বা বিজ্ঞাপিত করছিল। মৃত্যুকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে উচ্চারণ করছিল, সময়.....ওহ্ সময় এবং উঠোনের ভেতরে কমলালেবু গাছের তলায় 'বালক'টি অন্য জগত থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছিল।

সে তার সমস্ত বিশ্বাসের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। তখনই কেন সেই ভোরে এলো না, কিংবা সে তখনই চিরকালের জন্য মৃত্যু বরণ করলো না? সে কখনোই ভাবতে পারেনি যে সৌন্দর্যের জন্য তাকে এভাবে আত্মত্যাগ করতে হবে। সেই সময়ে, স্বাভাবিক ভাবেই সব কিছু ছাপিয়ে ভয় তাকে গ্রাস করে নিল। এবং তার ভয়ের নি ম্নদেশে অবদমিত কীটগুলি তখনো তাকে শহিদ করবার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। মৃত্যু তাকে জীবন থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেন একটা মাকড়সা তকে ক্রোধে বশীভূত হয়ে দংশন করছে! কিন্তু অন্তিম মুহূর্তও তখনো আসেনি। তার হাতগুলি, সেই হাতগুলি যা স্পষ্টই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন পশুশক্তি দ্বারা নিষ্পেষিত ভয় তার ভেতরে জন্ম নিচ্ছে। উদ্দেশ্যবিহীন সেই ভয় জেনে গিয়েছিল, সে সেই প্রাচীন বাড়িটাতে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। সে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ভয় তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছিল এবং সেখানেই তাকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখেছিল। যেন কোন অদৃশ্য ব্যক্তি মন স্থির করে আছে যে সে ওই ঘর থেকে কিছুতেই বেরিয়ে যাবে না এবং সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার হচ্ছে যে, ওই ভয়ের কোন যুক্তিই নেই, যেন এক অভূতপূর্ব ভয়, যার কোন ক ারণ নেই, কেবলমাত্র ভয়ের জন্যই ভয়।

জিহ্বার ওপরে লাল ঘন হয়ে উঠলো। ওই শক্ত আঠালো পদার্থ তার তালুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়িয়ে গেল, দাঁতের ভেতরে ওগুলোকে ধরে রাখা বিরক্তিকর মনে হচ্ছিল। ঠিক তৃষ্ণা নয়, এমন একট ইচ্ছে জন্ম নিল। একটু উন্নততর ইচ্ছে, যা তার জীবন, সে প্রথম অনুভব করলো। এক মুহূর্তের জন্য সে তার সৌন্দর্যের কথা, অনিদ্রার কথা, অযৌক্তিক ভয়ের কথা ভুলে গেল। সে তখন নিজেকেই চিনতে পারলো না। তার মনে হলো, তার দেহ থেকে জীবাণুগুলো বিদায় নিয়েছে। তার মনে হলো ওই লালার সহেগ ওগুলোও বেরিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, এটা বেশ মজারই হলো। তারশরীরে ওই কীটগুলো আর নেই, এটা বেশ আনন্দের কথা এবং সে এখন ঘুমোতেও বপারবে, কিন্তু ওই লাক্ষাজাতীয় পদার্থগুলিকে দ্রবীভূত করার একটা উপায় তার আবিষ্কার করতেহবে, যা তার জিহ্বাকে নিস্তেজ করেরেখেছিল। যদি সে কেবলমাত্র ভাড়ার ঘরের সন্ধান পেতো এবং.....কিন্তু সে কি চিন্তা করছিল? বিস্ময়ের অনুভূতি তার ভেতরে জমা হলো। সে ওই ইচ্ছেটাকে আর অনুভব

করবে না। অম্লরসের প্রয়োজনীয়তা তাকে দুর্বল করে তুলেছে। এই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে, যখন থেকে ওই 'বালক'টিসে সমাধিস্থ করেছে, তখন থেকে সে অকারণে অনুগতভাবে শৃঙ্খলা অনুসরণ করে এসেছে, যদিও বোকামি তুবও কমলালেবুর খাবার ব্যাপারে তার অনুভূতির এক আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে। সে জানতো ওই 'বালকটি' কমলালেবুর ঝুঁড়িতে আবাহন করেছে, এবং আগামী শরতের ফল, তারই দেহের মাংসে পরিপুষ্ট হবে, এবং তারই মৃত্যুর শীতলতায় শীতল হবে। না, সে ওই ফল খেতে পারবে না। সেজানতো, পৃথিবীর সমস্ত কমলালেবুর গাছের নিচেই একটি করে বালক সমাধিস্থ হয়ে আছে। কমলালেবুগুলি তাদেরই অস্থির অম্লরসে সুমিষ্ট হয়ে ওঠে। না, কমলালেবু সে খেতে পারবে না, এটাই একমাত্র বস্তু যা তার মাড়ির পক্ষে অস্বস্তিকর। ফলের ভেতরে 'বালক'টি আছে, এটা ভাবাও আবার মূর্খামি। সেই মুহূর্তগুলোর জন্য সে অপেক্ষা করবে, যখন সৌন্দর্য তাকে ভাড়ার ঘরেযাবার জন্য পীড়া দেবে না। কিন্তু সেটা কি অদ্ভুত না? তার জীবনে কমলালেবু খাবার জন্য আগ্রহ সে প্থম অনুভব করলো। কি যে আনন্দ হলো। আনন্দ আহ্ কি তৃপ্তি! একটা কমলালেবু খাওয়াতে। সে কিন্তু জানতো না কেন এমন হয়। কিন্তু তার এই অনিবার্য আগ্রহ আগে কখনো হয়নি। সে আবার উঠে দাঁড়াবে, আবার স্বাভাবিক মহিলায় রূপান্তরিত হবার আনন্দ উপভেউাগ করবে, যতক্ষণ না ভাড়ার ঘরে পৌঁছতে পারবে ততক্ষণ আনন্দে গান গেয়ে যাবে, এই নবজাতকের মতো। সে তার উঠোনে নেমে আসবে এবং.....

সহসা তার স্মৃতিশক্তি উধাও হয়ে গেল। তার মনে পড়ছিল, সে উঠবার জন্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে তখন তার বিছানায় নেই, তার দেহ যেন বিলীয়মান হয়ে গেছে, তখন তার সেই প্রিয় তেরোখানি গ্রন্থ আর সেখানে নেই, তখন সে দেহহীন নিঃসীম শূন্যতার ওপরে ভাসছে। অবয়বহীন একটি ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেছে। কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছে না, ঠিক কী যে হয়ে গেল, তাও সে নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না। সে বিহ্বল হয়ে পড়লো। তার শুধু এই অনুভূতিটুকুই ছিল যে কেউ যেন তাকে উঁচু কোন চূড়া থেকে শূন্যতার ভেতরে ঠেলে দিল। তার মনে হলো সে যেন এক বিমূর্ত কাল্পনিক বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। শূন্যে এক অজানা জগতে অশরীরী নারীমজ্জায় পরিণত হয়ে মহাউধের্ব বিচরণ করছে।

সেই ভয় আবার তার ভেতরে ফিরে এলো। কিন্তু এটা একটা অন্যরকম ভয়, যা আগে সে অনুভব করেছে সে রকম নয়। এটা সেই 'বালক' এর কান্নার ভয়ও নয়। এ এক আগন্তুক ভীতি, তার নতুন জগতে অজানা এবং রহস্যময়। আর এই সবই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে ঘটে গেল। ভাবছিল ঘরে ফিরে গেলে মা যখন জিজ্ঞেস করবেন, তখন তাঁকে কি বলবে। সে ভাবছিল প্রতিবেশীরা যখন তার ঘরের দরজা খুলে দেখবে বিছানা শূন্য তখন তারা কি রকম চমকে উঠবে। ঘরের তালা কেউ ছোঁয়নি। ভেতরেবসবাস করবার জন্য কেউ প্রবেশ করে নি। কিন্তু সে সেখানে নেই। সে কল্পনা করছিল, তার মা কি রকম ব্যস্ত হয়ে চতুর্দিকে তার অনুসন্ধান করতে করতে বলছেন, ' মেয়েটার কি হলো বলো তো!' প্রতিবেশীরা এসে নানারকম মন্তব্য করতে শু করলো। কেউ কেউ তার এই অন্তর্ধানে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলো। সকলেই যার যার নিজের মতো করে চিন্তা করতে লাগলো। প্রত্যেকেই তার ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলো, যেন সেটাই খুব গ্রহণযোগ্য। আর তার মা তখন সেই বিরাট বাড়ির বারান্দায় তার নাম ধরে ডেকে ডেকে ,তারই খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে।

এবং সেখানেই তার থাকার কথা। সেই মুহূর্তগুলো সে নিঁখুতভাবে মনে করতে পারে, ঘরের প্রতিটি কোণ, ছাদ, দেয়ালের ফাটল, সবই সে তার অদৃশ্যতার বর্ণ দিয়ে ঢেকে রেখে দেখতে পায়। এই কথাগুলি চিন্তা করতে গেলেই সে বিরক্ত হয়ে উঠ ছিল। এই বার সে তার ভুল বুঝতে পারলো। কিন্তু সে এই ব্যাপারে কাউকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যাও দিতে পারবে না, সান্ত্বনাও দিতে পারবে না। কোন সজীব সত্তার কাছেই তার এই পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছানো যাবে না। এখন, এই সময়ে তার কাছে তাদের প্রয়োজন-- তার কোন মুখ নেই, বাহু নেই, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে সেখানেই আছে। সে তারই সেই কোণটিতে ত্রিমাত্রিক পৃথিবীতেই আছে। সেতু দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা যায় না, এমন দূরত্বেই তখন তার অবস্থান। তার এই নতুন জীবনে সে সম্পূর্ণভাবেই নিঃসঙ্গ। কোন রকম আবেগ উচ্ছ্বাসও সেখানে অনুপস্থিত।

কিন্তু প্রতি মূহুর্তেই তার ভেতরে একটা কল্পনা কাজ করে যাচ্ছিল। একটা আলোড়নে তার অন্তর্দেশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল এবং তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তার পৃথিবীর বাইরেও একটা প্রাকৃতিক জগত আছে। সে শুনতেও পাচ্ছিল না, দেখতেও পাচ্ছিল না। কিন্তু সে শব্দ এবং দৃশ্যের কথা জানতো। সেখানে সে তারওই উন্নত জগতে বাস করেও এক মানসিক যন্ত্রণার উপলব্ধিতে আক্রান্ত হয়েছিল।

আমাদের এই অস্থায়ী জগতের হিসেবে, এই কিছুক্ষণ আগে সে বুঝতে পারলো তার জগতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যগুলো। তারচারপাশে এক ঘন অন্ধকার প্রলম্বিত হয়ে আছে। কতক্ষণ এই অন্ধকার থাকবে; এই অন্ধকারের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে শাশ্বত কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? এই স্থির লক্ষে থেকে তার মানসিক যন্ত্রণা বাড়তে শু করলো। যেন অচ্ছেদ্য এক কুয়াশার ভেতরে সে ডুবে যাচ্ছে, সে নরকের দ্বারে পৌঁছে যাচ্ছে? সে কেঁপে উঠলো। নরক সম্বন্ধেযা যা শুনেছিল, সেই সব তার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো। যদি সে সত্যিই সেখানে থাকতো, তার চারপাশে পবিত্র আত্মারা ভেসে বেড়াতো, সেই সব শিশুরা যারা খৃষ্টধর্মের পবিত্র বারি সিঞ্চনের পূর্বেই মারা গেছে। যারা হাজার বছর ধরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে আসছে। সেই অন্ধকারের ভেতরে সে তার চেয়ে পবিত্রতর কাউকে খুঁজতে থাকলো, তার চেয়েও সরল প্রকৃতির কাউকে। এই প্রাকৃতিক জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ঘুমন্ত অবস্থাতেও বিচরণশীল এক অনন্ত যন্ত্রণায় সে নিক্ষিপ্ত। হয়তো বা সেই 'বালক' সেখানেই ছিল যে তার দেহে প্রত্যাগমন করবার জন্য পথ খুঁজছিল। কিন্তু না। সে কোন নরকেযাবে? যদি তার মৃত্যু হতো। তা হলেও না হয় কথা ছিল। না, এটা তো একটা সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। এই প্রাকৃতিক জগত থেকে একটি সহজ সরল জগতে যাত্রা, যেখানে সমস্ত সীমারেখা উধাও হয়ে গেছে।

এখন তাকে আর সেই অসহ্য কীটগুলির অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। তার সৌন্দর্য শরীরে এসে ধাক্কা খেয়েছে। এখন, সেই প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে এসে সে সুখী হতে পারতো। যদিও। ওহ্ না, সম্পূর্ণ সুখী নয়, কারণ এখন তার ভীষণ ইচ্ছে করচে একটি কমলালেবু খেতে, যা প্রায় অসম্ভব। এটাই একমাত্র বস্তু যা তাকে তার প্রথম জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারতো। এই যাত্রার শেষে অম্লতার স্বাদ গ্রহণের জন্য সে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারতো। সে ভাঁড়ার ঘরে ফিরে যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার চেষ্টা করতে থাকলো। এবং আর কিছু নয় সেই শীতল এবং অম্লমধুর কমলালেবুর স্বাদ গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। সে তখনই এই পৃথিবীর এক নতুন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলো, সে নিজে তখন তার ঘরে, উঠোনে, ছাদে, এমন কি সেই 'বালক' টির কমলালেবু গাছেও বর্তমান। এই প্রাকৃতিক জগতের সর্বত্র সে ছড়িয়ে আছে। এবং তবুও সে যেন কোথাও নেই। সে আবার হতাশ হয়ে পড়লো। সে তখন নিজের ওপরে সংযম হারিয়ে ফেললো। তখন সে এক উন্নততর চিন্তার অধীন, সে একজন অপদার্থ, অবাস্তব, কোন কাজেরই নয়। কেন, কোন কারণ না জেনেই, সে বিষণ্ণ বোধ করলো। সে তার সৌন্দর্যের জন্য এক মন-পোড়ানো ব্যথা অনুভব করলো, সেই সৌন্দর্য, যা তাকে মুর্খের মতো ধবংস করেছে।

কিন্তু একটি উচ্চমার্গের ধারণা তাকে পুনর্জীবিত করলো। সে শুনতে পেয়েছিল সেই পবিত্র আত্মারা যে কোন লোককে দেয়ালের ভেতরে জোর গেঁথে দিয়েছিল, বস্তুত সে রকম চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ছিল। সে মনে করতে চেষ্টা করলো এই ব্যাপারে ওই গৃহবাসীদের কাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত করা যায়। যদি সে তার উদ্দেশ্যে সফল হতো, তাহলে সে তৃপ্ত হতো। সে কমলালেবু খেতে পারতো। সে মনে করতে চেষ্টা করলো। ওই সময়ে কোন গৃহভৃত্য সেখানে উপস্থিত ছিল না। তখনো তার মা এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু কমলালেবু খাবার প্রয়োজনে সে তার মায়ের এক কল্পমূর্তি নির্মাণ করলো, যা ঠিক তাঁর মতো নয়, এবং তিনি তাকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করছেন। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিল না যাকে, সে তার নিজের মূর্তি বলে কল্পনা করতে পারে। নিঃসঙ্গতাই তার কারণ। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। তাকে শাশ্বত কাল অবধি ওই বাড়িতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকবে হবে, বহির্গত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার পরিধিবিহীন জগতে যেখানে একটি কমলালেবু সে খেতে পারবে না। এবং সমস্ত ব্যাপারটাই একটি মূর্খামির জন্য। বরং অনর্থক পরাজিত একটি পশুর মতো আরো কয়েক বছর ধরে সে সেই প্রতিকূল সৌন্দর্যকে দেহে ধারণ করে রাখতো এবং চিরকালের মতো মুছে না ফেলতো। কিন্তু সেটা খুবই দেরি হয়ে গেছে।

পৃথিবীর এক প্রত্যন্ত প্রদেশে বসবাস করে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে সে তার সমস্ত পার্থিব বাসস্থানকে ভুলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন কিছু ঘটলো। যা তাকে পেছনে ফিরতে বাধ্য করলো। তার সেই অজানা জগতে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। হ্যাঁ, সেই বাড়িতে এমন কেউ ছিল, যার ভেতরে সে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। একটি বিড়াল! তখন সে একটু ইতস্তত করলো। একটি বিড়ালের ভেতরে নিজেকে সমর্পণ করা কষ্টকর ছিল। তার তখন নরম, সাদা রোমের প্রয়োজন ছিল, মাংসপেশির ভেতরে একটি শক্তিশালী ঠোঁটের প্রয়োজন ছিল এবং অন্ধকারে তার চোখ দুটোতে সবুজ কয়লার মতো উজ্জ্বলতার প্রয়োজন ছিল। এবং তার প্রয়োজন ছিল বিড়াল-হৃদয় নিয়ে সাদা-ধারালো দাঁত বার করে মায়ের দিকে তাকিয়ে পশুসুলভ হাসিহাসা। কিন্তু না! তা হলো না। সে দ্রুত একটি বিড়ালের ভেতরে নিজেকে সংস্থাপনের কথা চিন্তা করলো, যে বারান্দা দিয়ে আর একবার ছুটে চলেছে। চারটি অস্বস্তিকর পা সামলে নিয়ে, ছন্দবিহীন আন্দোলনে লেজ নিজের মতো করে দুলছে। জীবনকে ওই উজ্জ্বল নীল চোখের আলোয় কেমন দেখাবে? রাতের বেলা আকাশের দিকে মুখ রেখে বিড়ালের মতো ডাকবে, যাতে ওই 'বালক'-এর মুখের ওপরে চাঁদের আলো এসে না পড়ে, সেই বালক তার পিঠে বসে শিশিরের মধ্যে পান করবে। হয়তো বা বিড়ালের অবস্থানে সেও খানিকটা ভয় পাবে। এবং হয়তো বা সে তার মাংসাশী মুখে কমলালেবু খেতে পারবে না। তখনই দক্ষিণ দিক থেকে একটা শীতলতা এগিয়ে এলা। ঠিক যেন তীরের মতো এসে তার স্মৃতিকে বিদ্ধ করলো। না, বিড়ালের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সে তার স্বাদবোধে, তার গলায় কোন একদিন একটি চতুষ্পদী ইঁদুরকে গ্রাস করবার অদম্য ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়লো।

হয়তো বা যখন তার আত্মা একটি বিড়ালের দেহের ভেতরে বসবাস করতে শু করেছে, তখন সে তার কমলালেবু খাবার বাসনা থেকে দূরে সরে গেছে বরং একটি ইঁদুর ভক্ষণ করবার জরি তাগিদই অনুভব করলো। সে অনুভব করলো ইঁদুরটা যেন মুক্তি পাবার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আবার গর্তে ফিরে যাবার জন্যে। কিছুই না, কিন্তু তবুও, সেখানেই অনন্তকাল ধরে বসবাস করাই শ্রেয় ছিল, সেই দূরবর্তী রহস্যেঘেরা পবিত্র সত্ত্বার পৃথিবীতে। কিন্তু নিজেকে চিরকালের মতো ভুলে থাকা বড় কষ্টকর। কেন তার একটা ইঁদুর খাবার ইচ্ছে হলো! একজন মহিলা এবং একটি ইঁদুরের সংঘর্ষ হলে আধিপত্য করবে কে! আদিম পাশবিক প্রবৃত্তিই শাসন করবে অথবা নারীর পবিত্র ইচ্ছা? উত্তরটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ। ভয় পাবার মতো কারণই নেই। সে বিড়ালের দেহধারী হয়েও তার ইপ্সিত কমলালেবু খাবে। তাছাড়া সে হবে এক অদ্ভুত সত্ত্বা, বিড়াল, কিন্তু সুন্দরী নারীর বুদ্ধিমত্তাযুক্ত। সে হবে সকল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই প্রথম সে অনুভব করলো যে সর্বশেষে তার গুণাবলির ভেতরে আছে সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনের অধিকারী হবার জন্য এক অহংকার।

পতঙ্গরা যেমন সতর্ক হবার জন্য তাদের শুঁড়গুলোকে খাড়া করে তোলে, তেমনি সেও সারা বাড়িতে ওই বিড়ালকে খুঁজবার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলো। বিড়ালটা হয়তো তখন স্টোভের ওপর উঠে বসে আছে। স্বপ্ন দেখছে হয়তো বা তার দাঁতের ফাঁকে সূর্যমুখী রঙের আভা নিয়ে জেগে উঠবে। কিন্তু না সে ওখানে ছিল না। সে বিড়ালটাকে আবার খুঁজবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনগুলো তার কাছে অপরিচিত মনে হলো। সেখানে আর কালো কালো মাকড়সার জাল নেই । বিড়ালটাকেও কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সে খুঁজে দেখলো ছাদে, গাছের ওপরে, নর্দমায়, বিছানায় নিচে, ভাড়ার ঘরে। সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। যেখানে তার পূর্বপুষদের প্রতিকৃতিগুলো ছিল, সেখানে দেখতে পেলো এক বোতল আর্সেনিক। তারপর দেখলো, সারা বাড়ির সর্বত্রই আর্সেনিক, কিন্তু বিড়ালটা উধাও হয়ে গেছে। বাড়িটাও আর আগেকার মতো নেই। তার জিনিসপত্র সব কোথায় গেল? তার প্রিয় তেরোখানি বইও আর্সেনিকের প্রলেপে ঢাকা কেন? তাদের উঠোনের কমলালেবু গাছটার কথা মনে পড়লো। সেই দিকে তাকিয়ে 'বালক'টিকে তার জলে ভরা গর্তের ভেতরে খুঁজতে চাইলো। কিন্তু কমলালেবু গাছের জায়গায় গাছটি নেই এবং 'বালক'টিও খানিকটা আর্সেনিকে মেশানো ছাই হয়ে শক্ত বেদির নিচে চাপা পড়ে আছে। এখন সে সত্যিই ঘুমোতে যাবে। সব কিছুই অন্যরকম। আর সারা বাড়িটা আর্সেনিকের গন্ধভরে গেছে। তার নাসারন্ধ্রে সেই গন্ধপ্রবেশ করছে, যেন ফার্মেসির দোকান থেকে গন্ধটা ভেসে আসছে।

তখনই সে বুঝতে পারলো যে তিন হাজার বছর পার হয়ে গেছে, সেদিন তার প্রথম কমলালেবুটি খাবার জন্য ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com